প্রথম আলো

30 JUL 2008
২০ ... ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির উদ্যোগ

যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতি প্রণয়নে ১১ সদস্যের কমিটি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

দেশের সব উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ বন্ধ এবং এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) উদ্যোগে এ লক্ষ্যে ১১ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চলতি বছর তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। গত ২৪ এপ্রিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে অপহরণ করে নির্যাতন করা হয়। গত ৪ মে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে চারজন ছাত্রীকে নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপকের বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা গত মে মাসজুড়ে আন্দোলন করেন। কিন্তু এসব নিপীড়নের ঘটনায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামলেও কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইউজিসি ছাত্রী নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রথমবারের মতো গঠিত এ কমিটি স্বল্প সময়ের মধ্যে আলোচনায় বসবে। এরপর কমিটি এ সংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করবে। ওই বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত হলে দেশের সব উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের নিপীড়নমূলক আচরণ বন্ধ হবে বলে ইউজিসি মনে করছে।

কমিটির আহ্বায়ক হলেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম। কমিটির সদস্যরা হলেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আমেনা বেগম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এ জেড এম শফিকুল আলম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আ কা ফিরোজ আহমেদ। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষকদের মধ্যে আছেন মেহতাব খানম, আবদুল হাকিম সরকার, এস এম নুরুল আলম, নাসিম আখতার হোসাইন, আসমা সিদ্দিকা ও মোশাররফ হোসেন। এ ছাড়া অ্যাডভোকেট সালমা আলী এবং ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক মো. ফখরুল ইসলাম